'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৩, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৯

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১৪টির মধ্যে),
বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা
ডিসেম্বর,২০১৯

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.--96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature and Research Journal
21th Year, 115 Volume
December,2019

Published By
K. K. Prakashan
Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By
K.K.Prakashan
Cover Designed By
Kohinoorkanti Bera
Midnapur

Communication :
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.
Mob.-9153177653
Email- madanmohanbera51@gmail.com /
kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

HONOURABLE EDITOR

Dr.Madanmohan Bera, Eminent Bengali Writer, Midnapore.W.B.

BOARD OF EDITORIAL ADVISORS

Dr.Taraknath Rudra, Eminent Bengali Writer, Midnapore.W.B.

Dr.Jaygopal Mandal, Prof.Dpt.of Bengali, B.B.M.K.U, Dhanbad, Jharkhand.

Mr.Haripada Mondal, Eminent Bengali Writer, Midnapore.W.B.

Mr.Anuttyam Bhattacharya, Eminent Essayist and Writer, Midnapore.W.B

Dr.Tarapada Mandal,Prof.Tamluk College,W.B.

Dr.Manoj Mandal,Prof.Khidirpur College,Kalkata,W.B.

HONOURABLE ADVISORS

Dr.Sd. Ajijul Haque, Professor, Dhaka University, Bangladesh.

Dr.Anik Mahmud, Professor, Rajsahi University, Bangladesh.

Dr.Bela Das, Professor, Asam University,Shilchar, Assam.

Dr.Snehalata Das, Professor, BhagalpurUniversity, Bihar.

Dr. Mamata Das Sharma, Professor, Patna University, Bihar.

Dr.Prakash Maity, Professor, Banaras Hindu University, U.P.

Dr.Nirmal Das, Professor,Tripura University, Tripura.

Dr.Shubhra Chatterjee, Professor, Ranchi University, Jharkhand.

Dr.Ratna Roy, Professor, Ranchi University, Jharkhand.

Dr.Anirban Sahoo, Professor, Dr.S.P. Mukherjee University, Jharkhand.

Dr.Lili Ghosh, Professor, Jamsedpur Womens' University, Jharkhand.

Dr.Subrata Kumar Pal, Professor, Ranchi University, Jharkhand.

Dr.Dayamoya Mondal, Professor, S-K-B University, Purulia,W.B.

Dr.Layek Ali Khan, Professor, Vidyasagar University, W.B..

Dr.Baniranjan Dey, Professor,Vidyasagar University, W.B..

Dr.Sudip Basu, Professor, Biswabharati, W.B..

Dr. Bikash Roy, Professor, G.B. University, W.B..

Dr.Tapan Mondal, Professor,Diamond HarberWomens' University,W.B.

Dr.Mir Rejaul Karim, Professor, Alia University, W.B..

Dr.Suranjan Middya, Professor, Rabindra Bharati University, W.B.

Dr.Sarojkumar Pan,Professor,VidyasagarUniversity.W.B.

Dr.Krisnendu Datta, Professor, Sikim University, Gangtok, Sikim.

Dr.Achintya Kr.Banerjee,Professor, Gourbanga University,W.B.

Dr.Subhas Biswas,Professor,Kalyani University,Nadia,W.B.

সূ চী প ত্র

১.বিদ্যাসাগর জন্ম দ্বিশতবর্ষ : বাংলা ভাষা ও বাঙালি
::বিপুলকুমার মণ্ডল.....৯
২.ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক সোহারাব হোসেন
::দীপঙ্কর আরশ.....১৫
৩.জলপুত্র : সমুদ্রপাড়ের জেলে সমাজের চালচিত্র
::রেহানা খাতুন.....২৪
৪.দলিত শ্রেণীর সামাজিক গতিশীলতা
::নিশিকান্ত মণ্ডল.....৩৫
৫.হাজার বছরের বাংলা কবিতা : প্রসঙ্গ বুদ্ধচর্চা
::অমর চন্দ্র রায়.....৪৩
৬.বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—বাংলার ছাত্র সমাজ
:: মানস কুমার রাণা.....৪৮
৭.মহাত্মা গান্ধীর ভাবনায় গ্রামীণ সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও উন্নয়ন
::অমলেশ পাইকারা.....৫৩
৮.বহুরূপী নাট্যপত্রিকায় রবীন্দ্রনাট্যবিষয়ক প্রবন্ধের গতিপ্রকৃতি
::কৌশিক ঘোষ.....৬৬
৯.রবীন্দ্রছোটগল্পে মানুষেরশ্রেণীগত সামাজিকচরিত্রএবংমূল্যবোধের প্রসঙ্গ
::সুদীপ্ত চৌধুরী.....৮৫
১০.নদী ভিত্তিক পর্যটনে পূর্ব মেদিনীপুর
:: দেবাশীষ বেরা.....৯৬
১১.ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগৎ এর সম্বন্ধ বিষয়ে নিম্বার্কাচার্য্যের মতবাদ
::শম্পা দাস.....১০১
১২.শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এবং কর্মযোগ
::সৌমিক গিরি.....১০৪
১৩.আইন অমান্য আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট
::শ্যামাপদ শীট.....১০৯
১৪.সর্বোদয় থেকে চিপকো : ডি জি এস এস-র যাত্রাপথ
::মিলন আচার্য্য.....১১৫
১৫.'প্রজাপতি' উপন্যাসে সুখেনের চোখে সেদিনের সমাজ ও সময়
::তমালকুমার ব্যানার্জী.....১২৪
১৬.ঐতিহাসিক টমাস ব্যাবিংটন মেকলেও তার ইতিহাস চিন্তা
::অবিনাশ সেনগুপ্ত.....১২৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং কর্মযোগ

সৌমিক গিরি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত অমৃত সুধাময় প্রবচন হল শ্রীমদভগবদগীতা। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত ভগবদগীতার অধ্যায় সমূহের মধ্যে অন্যতম হল 'কর্মযোগ' নামে তৃতীয় অধ্যায়টি। কর্মযোগ শুধুমাত্র গীতায় নয় ভারতীয়সংস্কৃতি, আধাত্মচিন্তা ও জীবনধারার অদ্বিতীয় মার্গরূপে স্বীকৃত। পরমপুরুষার্থ মোক্ষ লাভে অভিলাষী মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হল কর্মযোগ।

লোকক্ষয়কারী মহাযুদ্ধের রণাঙ্গনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যে অর্জুন উপস্থিত কৌরব সেনানীদের প্রত্যক্ষ করে যুদ্ধে জানান দিলেন। কেননা যাদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর একান্ত নিকটস্থ আত্মীয় পরিজন। তাই আপন আত্মীয়, বান্ধব মারণোৎসবে তিনি কোনভাবেই আগ্রহী নন।

"ন কাঙ্খে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিংনো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা।।"(শ্রী.গী.-১/৩২)

শ্রীকৃষ্ণ বললেন যাঁদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়, তাঁদের জন্য শোকগ্রস্থ হয়েছ। এরপর ভগবান আত্মার নিত্যতা প্রতিপাদন করে আত্মদৃষ্টিতে তাদের জন্য শোক করা অনুচিত এইভাবে আত্মতত্ত্বের দর্শন, বর্ণন ও শ্রবণের অলৌকিকত্ব ও দুর্লভতা প্রতিপাদন করে, "আত্মা নিত্যই অবধ্য" সুতরাং কোন প্রাণীর জন্য শোক করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছেন-

"স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহসি।
ধম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।"(শ্রী.গী.-১/৩১)

এখানে স্বধর্ম বলতে ক্ষত্রিয়দের স্বীয় কর্তব্যকর্মকে বোঝানো হয়েছে। ক্ষত্রিয়দের মুখ্য কর্তব্যকর্ম হল যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া। অর্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং যুদ্ধ হল তাঁর স্বধর্ম। তাই ভগবান বলেছেন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা আর কিছুই কল্যাণকারী কর্ম নেই।

"শ্রেয়ান স্বধমোবিগুনঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।"(শ্রী.গী.-১৮/৪৭)

স্বধর্মরূপ কর্ম দ্বারা পাপ হলেও সেই পাপ স্পর্শ করে না। কেন না পাপ স্পর্শ করার প্রধান কারণ ক্রিয়া নয়, ভাব। তাই কর্মের দ্বারা পাপ স্পর্শ করে না,

কর্মে স্বার্থ ও অহং-অভিমান এলেই পাপ স্পর্শ করে।

ভগবান এই পর্যন্ত সাংখ্যযোগ এবং ক্ষত্রিয় ধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধের ঔচিত্য প্রমাণপূর্বক অর্জুনকে যুদ্ধের আদেশ দান করেছেন। এবার কর্মযোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে যুদ্ধের ঔচিত্য বলার প্রয়োজনে কর্মযোগ বর্ণনার প্রস্তাবনায় বলেছেন-

"এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাংশৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।"(শ্রী.গী.-২/৩৯)

এখন প্রশ্ন হল কর্মযোগ কি? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন-শাস্ত্রবিহিত উত্তম ক্রিয়াকে কর্ম ও সমভাবকে যোগ বলে। সুতরাং মমতা-আসক্তি, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ রহিত হয়ে যে ব্যক্তি সমতাপূর্বক নিজ বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্মের আচরণ করে তাই হল কর্মযোগ।

বস্তুত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সূচনা কর্তব্যকর্মের সংশয় ও তার নিবারণের প্রশ্নের দ্বারাই বিধৃত হয়েছিল। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য না কি আত্মীয়, স্বজন-বন্ধু বান্ধবদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন-কোন পথ অবলম্বন করা অধিকতর শ্রেয়? এবং এই প্রসঙ্গক্রমেই এই বৃহদাকার গ্রন্থের অবতারণা।

স্পষ্টতঃ, অপ্রমেয় এবং নিত্যস্থিত শরীরীর (জীবাত্মার) আশ্রিত এই দেহ নশ্বর বলে কথিত হয়েছে। অতএব যুদ্ধ করে স্বধর্ম পালন কর।

উক্ত শ্লোকে মোক্ষ পথে কর্মের অবদান কী প্রকারে সম্ভব তার দিগ-দর্শন সকাম, নিষ্কাম ও বিবিধ কর্মের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উল্লেখ্য যে ভগবদগীতার তৃতীয় অধ্যায়টি কর্মযোগ নামে বিশেষ পরিচিত তথা নির্দিষ্ট হলেও অন্যান্য অধ্যায় বিশেষতঃ দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্মযোগের কথা বিধৃত আছে। কর্মযোগ আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় শ্লোক বিশেষ উপলব্ধ হয়েছে।

এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের স্বরূপ জানিয়ে অর্জুনকে কর্মযোগস্থিত হয়ে কর্ম করতে বলেছেন-

"কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলাহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।।"(শ্রী.গী.-২/৪৭)

তোমাতে কর্মের অধিকার ফলে না। মনুষ্যদেহেই জীবকে কর্ম করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সে যদি নিজ অধিকার বলে পরমেশ্বর নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত হয় এবং কর্মফলে সর্বোতভাবে আসক্তি পরিত্যাগ করে তাহলে সে সহজেই পরমাত্মাকে লাভ করতে সমর্থ হয়।

গীতায় কর্মের প্রধানত দুই প্রকার ভেদের কথা উক্ত হয়েছে-সকাম ও নিষ্কাম কর্ম। যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্মকেও কর্মযোগ বলা হয়, কিন্তু তা বৈদিক কর্মযোগ যা

নিষ্কামভাবে করতে হবে।

"এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।।"(শ্রী.গী.১৮/৬)

ফলকামনাপূর্বক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম সমূহ বন্ধনের কারণ হলেও আসক্তি ও ফল কামনা ত্যাগ করেই কর্ম করা উচিত।

ভাগবদগীতায় 'যোগ' শব্দটি বস্তুত নিষ্কাম কর্মযোগ-

"এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাংশৃনু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।"(শ্রী.গী.-২/৩৯)

সাখ্য নামক তত্ত্বজ্ঞান শোকমোহাদি সংসার হেতু নাশক। আর নিষ্কাম কর্মযোগ বিষয়ক এই জ্ঞান লাভ করলে ধর্মাধর্ম রূপ কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। নিষ্কাম কর্মযোগী ঐহিক জীবনেই পাপ ও পুণ্য উভয় থেকে মুক্ত হন। এ জন্যই কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে হবে। কর্মের কৌশলই যোগ।

আক্ষরিক অর্থে কর্মযোগের অর্থ কর্ম করার নৈপুণ্য অথবা কৌশল। কর্ম না করে মানুষ কখনই বেঁচে থাকতে পারে না। এজন্য কর্ম করার প্রবৃত্তি মানব জীবনের অনিবার্য।

"নিয়তংকুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্মণঃ।"(শ্রী.গী.-২/৩৯)

আর মানুষের এই শক্তি সকল কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত, কিভাবে আচরণ করলে তার থেকে আধাত্ম জ্ঞান ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, কর্মযোগ সেই শিক্ষাই প্রদান করে। যেমন কর্মের মধ্যে থেকেও কর্মাতীত অবস্থাকে উপলব্ধি করা হল এক প্রকার উপায়।

"কমণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকমণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।"(শ্রী.গী.-৪/১৮)

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দেখেন এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন, মানুষের মধ্যে তিনি বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী এবং সর্বকর্মকামী।

এবার অর্জুন বললেন, যদি কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে আমাকে কেন এই স্বধর্মরূপ কঠিন কর্মে নিযুক্ত হতে বলছেন?

উত্তরে ভগবান বললেন, প্রকৃতপক্ষ্যে কর্ম যোগ ও জ্ঞান যোগ এই দুই যোগেই ভগবানের সম্বন্ধ তাকে কারণ তিনি এই দুইয়েরই বিধায়ক। তাঁর দ্বারাই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কল্যাণের বিধান হয়। কাউকে খারাপ বলে মনে না করলে, কারো ক্ষতি না চাইলে এবং কারো ক্ষতি না করলে, 'কর্মযোগ' আরম্ভ হয়। আমার বলে কিছু নেই, আমার কোন কিছু চাওয়ার নেই এবং আমার নিজের জন্য কিছু করার নেই- এই সত্য স্বীকার করে নিলে 'জ্ঞানযোগ' আরম্ভ হয়।

এরপর তিনি অর্জুনকে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বলেন,-

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।"(শ্রী.গী.-৩/৫)

কোন ব্যক্তি কোন অবস্থায় ক্ষণকাল কর্ম না করে থাকতে পারে না, কেননা প্রকৃতি জাত গুণে বশীভূত প্রাণী কর্মে বাধ্য হয়। অতএব অর্জুন পরমেশ্বর কর্তৃক যে কর্তব্যকর্মে তুমি নিযুক্ত, সেই কর্মরূপ ক্ষাত্রধর্মের কর্ম তোমায় সাধন করতেই হবে।

যদি কোন মূঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়গুলি জোর করে সংযত করে মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয় চিন্তা করে, তবে সে মিথ্যাচারী। আর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করে অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তুমি শাস্ত্র বিহিত কর্মানুষ্ঠান কর। কারণ কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেয়। অতএব তুমি সংশয় ত্যাগ করে এই ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্মসমাচর।
অসক্তো হ্যাচরণ্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।"(শ্রী.গী.-৩/১৯)

আসক্তি রহিত কর্মানুষ্ঠানে মানুষ পরমাত্মা লাভ করে। আসক্তি রহিত কর্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, পরমাত্মার কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং তখনই কর্মানুষ্ঠানকারী পরমাত্মাকে লাভ করেন।

আসক্তি এবং দোষের বশবর্তী না হয়ে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়, এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এও বলেছেন যে–

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মেনিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্মোভয়াবহঃ।।(শ্রী.গী.-৩/৩৫)

মনুস্মৃতিতেও একই কথা বলা হয়েছে–

"বরংস্বধর্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্মেণ জীবন্ হিসদ্যঃ পততি জাতিতঃ।।"(মনু, ১০/৯৭)

অর্থাৎ গুণ রহিত হলেও নিজ ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উত্তমরূপে পালন করা পরধর্ম শ্রেষ্ঠ নয়। কারণ অন্যের ধর্মে জীবনধারণকারী ব্যক্তি জাতির থেকে শীঘ্রই পতিত হয়।

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।।"(শ্রী.গী.-৩/৪২)

অবশেষে ভগবান ইন্দ্রিয়াদি বশে কামরূপ শত্রুকে বিনাশ করার কথা বলেছেন– স্থূলশরীর থেকে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ বলে বলবান এবং সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ। মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ হল আত্মা। আবার এই আত্মা অর্থাৎ 'অহম' রূপ কর্তাই হল কামনা তথা জাগতিক আকাঙ্ক্ষা। এই কামনা, কাম তথা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির বিবেক আবৃত করে ব্যক্তিকে কর্মচ্যুত করে। সেই জন্যই ভগবান কামকে

দুর্জয় শত্রু বলেছেন। যার অর্থ হল এর থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং দুর্জয় ভেবে নিরাশ না হওয়া। যে কোন কামনারই উৎপত্তি পূর্তি, অপূর্তি এবং নিবৃত্তি হয়ে থাকে। তাই সমস্ত কামনাই উৎপন্ন হয় আবার বিনাশ প্রাপ্তও হয়। সেইজন্য ভগবান কামনাকে শত্রুরূপে জানিয়ে তাকে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্মযোগের দ্বারা অতি সহজেই কামনা নাশ হয়। কারণ কর্মযোগী সাধক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা অতিবৃহৎ প্রতিটি জাগতিক ক্রিয়াই পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যের হিতার্থে করে থাকেন।

কর্মযোগী নিজের জন্য কিছু করে না, কিছু চান না এবং কোন কিছুই নিজের বলে মানেন না। তাই তাঁর কামনাগুলি সহজেই নাশ হয়। কামনা সর্বোতভাবে নাশ হলে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং তিনি নিজের মধ্যে স্বধর্মদর্শন করে কৃত-কৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হযে যান। অর্থাৎ তাঁর আর কোন কিছু করার, জানার বা পাওয়ার বাকি তাকে না।

"যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।"(কঠো-২/৩/১৪)

তথ্যসূত্র:

১.স্বামী প্রভুপাদ আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তিশীল : 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ'।
২.গোয়েন্দকা জয়দয়াল : 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।
৩.স্বামী রামসুখদাস : 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।
৪.পাহাড়ী অন্নদাশঙ্কর (সম্পাদিত): মনুসংহিতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা।
৫.বন্দ্যোপাধ্যায়, ড.মানবেন্দু :(সম্পাদিত); কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রম্ স্বদেশ, কলকাতা।